তারেক রহমানের নিরাপত্তা টিমে পরিচালক হিসেবে নিয়োগে পেলেন ক্যাপ্টেন (অব.) গণী

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিরাপত্তা টিমে অভিজ্ঞতা ও পেশাদারিত্বকে গুরুত্ব দিয়ে তিনজন সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হছে। এ টিমে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি গ্রামের সাবেক সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন (অব.) মো. গণী উল আজম রয়েছেন।

নতুন এই নিয়োগের মাধ্যমে তার নিরাপত্তা, প্রটোকল ও সমন্বয় কার্যক্রমকে আরো সুসংগঠিত ও কার্যকর করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় ‘সংশিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিরাপত্তা টিমের পরিচালক (নিরাপত্তা) হিসেবে মেজর (অব.) মোহাম্মদ শাফাওয়াত উল্লাহ, পরিচালক (প্রটোকল) হিসেবে মেজর (অব.) মইনুল হোসেন এবং পরিচালক (সমন্বয়) হিসেবে ক্যাপ্টেন (অব.) মো. গণী উল আজমকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর তারেক রহমানের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার দায়িত্ব পেয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম।

আমাকে ভোট দেওয়া মানেই তারেক

রহমানকে ভোট দেওয়া-রাশেদ খান

আমাকে ভোট দেওয়া মানেই দেশনায়ক তারেক রহমানকে ভোট দেওয়া, এমন মন্তব্য করেছেন ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী রাশেদ খান।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ কথা বলেন। রাশেদ খান জানান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং দলের হাইকমান্ড তাকে ঝিনাইদহ-৪ আসনে মনোনয়ন দিয়েছেন। মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকেই তিনি এলাকায় নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেছেন। তিনি বলেন, ঝিনাইদহ-৪ আসন একটি বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা। এ আসনে অতীতেও একাধিকবার ধানের শীষের প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। এখানকার মানুষ ধানের শীষ প্রতীকের প্রতি আস্থাশীল। দলীয় সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবেই তাকে এই আসনে প্রার্থী করা হয়েছে।

রাশেদ খান আরও বলেন, ঝিনাইদহ তার নিজ জেলার এলাকা। আমি জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি যেকোনো আসন থেকে নির্বাচন করতে পারেন। বিএনপির অনেক নেতাই নিজ নিজ জন্মস্থান বা পছন্দের এলাকা থেকে নির্বাচন করেন। এই আসনে একাধিক নেতা আগ্রহী ছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত দল তাকে মনোনয়ন দিয়েছেন।

মনোনয়ন না পেয়ে যারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমি তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই, আসুন আমরা সবাই একসাথে কাজ করি এবং বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করে কেউই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে থাকবেন না।

তিনি বলেন, তৃণমূলের নেতাকর্মীরাই দলের প্রকৃত শক্তি। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধাকারী সবাইকে তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে হবে।

রাশেদ খান আরও বলেন, এবারের নির্বাচন আগের যেকোনো নির্বাচনের চেয়ে ভিন্ন। এখানে উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ রয়েছে। ধানের শীষে যত বেশি ভোট পড়বে, তত বেশি আসন বিএনপি পাবে। স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোট বাস্তবে কোনো কাজে আসবে না।

তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ঝিনাইদহ-৪ আসনে যাকেই বিএনপি

ধানের শীষের প্রার্থী করবে, তিনিই জয়ী হবেন। আমি আমার জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী।

শেষে তিনি বলেন, ধানের শীষে ভোট দিলে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে, আর সেটাই হবে দেশনায়ক তারেক রহমানকে বিজয়ী করা। বিএনপিই একমাত্র দল যাদের রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশের জনগণ ভালো থাকবে এবং তারুণ্যের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

দামুড়হুদায় বেগম খালেদা জিয়ার রুহে’র মাগফিরাত কামনায় দোয়া

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর চেয়ারপারসন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া’র রুহের মাগফিরাত কামনায় দামুড়হুদায় স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা যুবদলের আয়োজনে আজ মঙ্গলবার বেলা ২টার সময় ফ্যান্টাসি চুয়াডাঙ্গা পার্ক করিডোরে এ স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা- ০২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।

এসময় তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা এবং দেশ ও জনগণের অধিকার রক্ষায় তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন এ দেশের গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। তাঁর নেতৃত্বে বিএনপি একাধিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর অবদান দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি আরো বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শন বিএনপি নেতাকর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে এবং তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করেই দল ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান বাচ্চু’র সভাপতিত্বে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন,দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম। জেলা যুবদলের সভাপতি শরিফুজ্জামান সিজার, সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান ঝন্টু,দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, সোহেল রানা সহ দামুড়হুদা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের যুবদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণ সভা শেষে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। দোয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা নাজমুল হোসাইন বিপ্লবী।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন।

কোটচাঁদপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভা

কোটচাঁদপুরে উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র আয়োজনে প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে পিজন ক্লাবে এ দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা করা হয়।

কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দিন বুলবুল সিডল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক।

প্রধান বক্তা হিসেবে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মেহেদী হাসান রনি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আবু বকর বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন আর রশিদ, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একরামুল হক, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন।

সভা শেষে দোয়া অনুষ্ঠান ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন, কোটচাঁদপুর ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মহতামিম মাওলানা নুরুন্নবী আশিকী।

গাংনীতে এনসিপি ও জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মোঃ রবিউল ইসলাম।

সভায় উপস্থি ছিলেন, জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মোঃ নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর মোঃ আহসানুল হক এবং সাবেক পৌর কমিশনার আলমগীর হোসেন।

অন্যদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা প্রধান সমন্বয়ক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, উপজেলা যুগ্ম সমন্বয়ক সবুজ রানা, জেলা সদস্য আমীর হামজাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জনগণের প্রত্যাশা ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে জনগণের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভা শেষে উভয় পক্ষই গণতন্ত্র, সুশাসন ও জনকল্যাণমূলক রাজনীতির জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ ও মতবিনিময় অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া

সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় মেহেরপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র উদ্যোগে দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার অনুষ্ঠিত এ দোয়া মোনাজাতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

দোয়া মোনাজাতে বক্তারা মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক অবদান স্মরণ করেন এবং তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। একই সঙ্গে দেশ ও জাতির কল্যাণ, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং শান্তি-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর পৌর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দর্শনায় দোয়া মাহফিল

দর্শনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। দর্শনা পৌর বিএনপির ২ নম্বর ওয়ার্ডের আয়োজনে সোমবার দুপুরে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে এ মিলাদ, দোয়া মাহফিল ও কাঙ্গালি ভোজ অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোঃ আশাদুল মোল্লার সভাপতিত্বে এবং মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিল ও কাঙ্গালি ভোজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক সাবু তরফদার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, নাহারুল ইসলাম মাস্টার, শরিফুল ইসলাম শরীফ, ইকবাল হোসেন, মালেক মণ্ডল প্রমুখ। এ সময় সেখানে দর্শনা পৌর বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, গণতন্ত্র হত্যা করে কেউ টিকে থাকতে পারে না। দেশ আজ চরম দুঃশাসন, ভোট ডাকাতি ও দমন-পীড়নের শিকার। এই অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা।

পরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা, দেশ ও জাতির মুক্তি এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন দর্শনা জামে মসজিদের পেশ ইমাম ওসমান হোসেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

রবিবার বিকাল ৫টায় জেলা কমিটির উদ্যোগে এবং উপজেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের আয়োজনে ডুগডুগি বাজারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৩১ সদস্যবিশিষ্ট দামুড়হুদা উপজেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত এই কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে তরিফুল ইসলাম রানা এবং সদস্য সচিব হিসেবে সাইফুল ইসলাম মাস্টার মনোনীত হন।

অনুষ্ঠানে জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের যুগ্ম আহ্বায়ক আসাদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান সুজন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব খন্দকার হারুন অর রশিদ সুমন, জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক শাফায়াত হোসেন উজ্জ্বল, বিপ্লব হোসেন, জীবননগর উপজেল শাখার আহ্বায়ক বশির উন নাজির, সদস্য সচিব হাসান ইমানসহ নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ।

সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ ১৯৮২ সালে এরশাদ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় যখন ব্যানার নিয়ে আন্দোলন করা কঠিন ছিল, তখন এই সংগঠন শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের ব্যানারে রাজপথে মিছিল, সভা ও সমাবেশ করেছে এবং এরশাদ সরকারের পতনে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে সংগঠনটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন পায়।

বক্তারা আরও বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করতে হবে। সভা শেষে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের আহ্বায়ক আব্দুল হাই মিয়া ও ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব খন্দকার হারুন অর রশিদ সুমনের স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে দামুড়হুদা উপজেলা আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন প্রদান করা হয়।

অনুমোদিত কমিটির সদস্যরা হলেন আহ্বায়ক: তরিফুল ইসলাম রানা, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক: মাহাবুব হাসান তিতাস, যুগ্ম আহ্বায়ক: আলামিন হক টরিক, মাহাবুব আলম, আরাফাত মল্লিক, নুহু মণ্ডল, সাইফুল ইসলাম, সহিদুল হক, জামাল উদ্দিন, আজগার আলী, এনামুল হক, উমর আলী, সদস্য সচিব: সাইফুল ইসলাম মাস্টারসহ মোট ৩১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটি ঘোষণা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান সুজন। উল্লেখ্য, শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর একটি সহযোগী সংগঠন।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে কর্মীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি আখতার হোসেন জোয়ার্দার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো:শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান বক্তা আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইয়িন টিলু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক সফিকুল ইসলাম পিটু। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিম, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন এর সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন, জেলা আইনজীবী ফোরাম এর আহ্বায়ক অ্যাড. আ স ম আব্দুর রউফ, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব ও বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তোবারক হোসেন, জেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোজ সরোয়ার রোমান, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক হাজী মকবুল হোসেন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র যুগ্ম

আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবদলের সহ-সাধারন সম্পাদক হাফিজ উদ্দিন হাবলু, শফিকুল হক সালাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মীর উজ্জ্ল, সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম পৌর যুবদলের আহবায়ক নাজিম উদ্দীন মোল্লা, যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল কাদের, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি খন্দকার আরিফ, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি কৌশিক কাউনাইন রুবেল, আলমডাঙ্গা উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোঃ এমদাদ হোসন, সদস্য সচিব রাজু, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব রাসেল আহমেদ, আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আতিক হাসান রিংকু, সদস্য সচিব তন্ময় আহমেদ, আলমডাঙ্গা পৌর সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকারিয়া হোসেন শান্ত প্রমুখ।